২১৫টি বইয়ের নাম যা বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় বারবার আসে.......  
১। পুতুল নাচের ইতিকথা- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়  
২। জোছনা ও জননীর গল্প- হুমায়ুন আহমেদ  
৩। পথের পাঁচালি- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়  
৪। লোটা কম্বল- সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়  
৫। পদ্মা নদীর মাঝি- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়  
৬। একাত্তরের দিনগুলি- জাহানারা ইমাম  
৭। দিবারাত্রির কাব্য- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়  
৮। কবি- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।  
৯। আরন্যক- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়  
১০। চরিত্রহীন – শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়  
১১। লালশালু- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ  
১২। অপরাজিত – বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়  
১৩। শ্রীকান্ত -শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়  
১৪। চোখের বালি- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর  
১৫। গণদেবতা – তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়  
১৬। আলালের ঘরের দুলাল- প্যারিচাঁদ মিত্র  
১৭। হুতোম পেঁচার নকশা- কালী প্রসন্ন সিংহ  
১৮। দৃষ্টিপ্রদীপ – বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়  
১৯। সূর্যদীঘল বাড়ি- আবু ইসহাক  
২০। নিষিদ্ধ লোবান- সৈয়দ শামসুল হক  
২১। জননী- শওকত ওসমান  
২২। খোয়াবনামা – আখতারুজ্জামান ইলিয়াস  
২৩। হাজার বছর ধরে- জহির রায়হান  
২৪। তেইশ নম্বর তৈলচিত্র – আলাউদ্দিন আল আজাদ  
২৫। চিলেকোঠার সেপাই- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস  
২৬। সারেং বউ- শহীদুল্লাহ কায়সার  
২৭। আরোগ্য নিকেতন- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়  
২৮। প্রদোষে প্রাকৃতজন – শওকত আলী  
২৯। খেলেরাম খেলে যা- সৈয়দ শামসুল হক  
৩০। রাইফেল রোটি আওরাত- আনোয়ার পাশা  
৩১। গঙ্গা- সমরেশ বসু  
৩২। শঙ্খনীল কারাগার- হুমায়ুন আহমেদ  
৩৩। নন্দিত নরকে- হুমায়ুন আহমেদ  
৩৪। দীপু নাম্বার টু- মুহম্মদ জাফর ইকবাল  
৩৫। মা- আনিসুল হক  
৩৬। আট কুঠরি নয় দরজা- সমরেশ মজুমদার  
৩৭। কড়ি দিয়ে কিনলাম- বিমল মিত্র  
৩৮। মধ্যাহ্ন- হুমায়ূন আহমেদ।  
৩৯। উত্তরাধিকার- সমরেশ মজুমদার  
৪০। কালবেলা- সমরেশ মজুমদার  
৪১। কৃষ্ণকান্তের উইল- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়  
৪২। সাতকাহন- সমরেশ মজুমদার  
৪৩। গর্ভধারিণী – সমরেশ মজুমদার  
৪৪। পূর্ব-পশ্চিম- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়  
৪৫। প্রথম আলো- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়  
৪৬। চৌরঙ্গী – শঙ্কর  
৪৭। নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি – শঙ্কর  
৪৮। দূরবীন – শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়  
৪৯। শুন বরনারী- সুবোধ ঘোষ।  
৫০। পার্থিব- শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়  
৫১। সেই সময়- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়  
৫২। মানবজমিন – শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়  
৫৩। তিথিডোর – বুদ্ধদেব বসু  
৫৪। পাক সার জমিন সাদ বাদ- হুমায়ুন আজাদ  
৫৫। ক্রীতদাসের হাসি- শওকত ওসমান  
৫৬। শাপমোচন – ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়  
৫৭। মাধুকরী- বুদ্ধদেব গুহ  
৫৮। দেশে বিদেশে- মুজতবা আলী  
৫৯। আরেক ফাল্গুন – জহির রায়হান  
৬০। কাশবনের কন্যা- শামসুদ্দিন আবুল কালাম  
৬১। বরফ গলা নদী- জহির রায়হান  
৬২। গাভী বৃত্তান্ত- আহমদ ছফা  
৬৩। বিষবৃক্ষ – বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়  
৬৪। দৃষ্টিপাত- যাযাবর  
৬৫। তিতাস একটি নদীর নাম- অদৈত মল্লবর্মন  
৬৬। কাঁদো নদী কাঁদো- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ  
৬৭। শিবরাম গল্পসমগ্র  
৬৮। জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা – শহীদুল জহির  
৬৯। আনন্দমঠ – বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়  
৭০। নিশি কুটুম্ব- মনোজ বসু।  
৭১। একাত্তরের যীশু- শাহরিয়ার কবির  
৭২। প্রজাপতি – সমরেশ বসু  
৭৩। নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে – অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়  
৭৪। মাধুকরী – বুদ্ধদেব গুহ  
৭৫। হুযুর কেবলা- আবুল মনসুর আহমেদ  
৭৬। ওঙ্কার- আহমদ ছফা  
৭৭। আমার দেখা রাজনীতির ৫০ বছর- আবুল মনসুর আহমদ  
৭৮। কত অজানারে- শঙ্কর  
৭৯। ভোলগা থেকে গঙ্গা- রাহুল সাংকৃত্যায়ন  
৮০। টেনিদা- নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়  
৮১। বিষাদ সিন্ধু- মীর মোশাররফ হোসেন।  
৮২। বিবর- সমরেশ বসু  
৮৩। তারাশঙ্করের সব গল্প  
৮৪। বুদ্ধদেব বসুর সব গল্প  
৮৫। বনফুলের সব গল্প  
৮৬। পরশুরামের সব গল্প  
৮৭। কবর- মুনীর চৌধুরী  
৮৮। কোথাও কেউ নেই- হুমায়ুন আহমেদ  
৮৯। হিমু অমনিবাস – হুমায়ুন আহমেদ  
৯০। মিসির আলী অমনিবাস- হুমায়ুন আহমেদ  
৯১। আমার বন্ধু রাশেদ- মুহম্মদ জাফর ইকবাল  
৯২। অসমাপ্ত আত্মজীবনী – জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান  
৯৩। শঙ্কু সমগ্র- সত্যজিৎ রায়  
৯৪। মাসুদ রানা- কাজী আনোয়ার হোসেন।  
৯৫। ফেলুদা সমগ্র- সত্যজিৎ রায়  
৯৬। তিন গোয়েন্দা- সেবা প্রকাশনী  
৯৭। কিরীটী সমগ্র- নীহাররঞ্জন গুপ্ত  
৯৮। কমলাকান্তের দপ্তর- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়  
৯৯। পথের দাবি- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়  
১০০। গোরা – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর  
১০১। শবনম- মুজতবা আলী  
১০২। নৌকাডুবি – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর  
১০৩। আদর্শ হিন্দু হোটেল- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়  
১০৪। বহুব্রীহি – হুমায়ুন আহমেদ  
১০৫। দেবদাস – শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়  
১০৬। মধ্যাহ্ন- হুমায়ুন আহমেদ  
১০৭। বাদশাহ নামদার- হুমায়ুন আহমেদ  
১০৮। বিজ্ঞানী সফদর আলীর মহা মহা আবিস্কার- মুহম্মদ জাফর ইকবাল  
১০৯। হাসুলিবাকের উপকথা – তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়  
১১০। গল্পগুচ্ছ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর  
১১১। শেষ নমস্কার- সন্তোষ কুমার ঘোষ  
১১২। হাঙ্গর নদী গ্রেনেড- সেলিনা হোসেন  
১১৩। আবু ইব্রাহিমের মৃত্যু- শহীদুল জহির  
১১৪। সাহেব বিবি গোলাম- বিমল মিত্র  
১১৫। আগুনপাখি- হাসান আজিজুল হক  
১১৬। কেয়া পাতার নৌকো- প্রফুল্ল রায়  
১১৭।পুষ্প ও বিহঙ্গ পিরাণ- আহমদ ছফা  
১১৮। আনোয়ারা- নজীবর রহমান  
১১৯। চাপাডাঙ্গার বউ- তারাশঙ্খর বন্দ্যোপাধ্যায়  
১২০। চাঁদের অমাবস্যা – সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ  
১২১। কপালকুণ্ডলা – বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়  
১২২। প্রথম প্রতিশ্রুতি – আশাপূর্ণা দেবী  
১২৩। মরুস্বর্গ- আবুল বাশার  
১২৪। রাজাবলী – আবুল বাশার  
১২৫। কালো বরফ- মাহমুদুল হক  
১২৬। নিরাপদ তন্দ্রা- মাহমুদুল হক  
১২৭। সোনার হরিণ নেই- আশুতোষ মুখোপাধ্যায়  
১২৮। যদ্যপি আমার গুরু- আহমদ ছফা।  
১২৯। মৃতুক্ষুধা- কাজী নজরুল ইসলাম  
১৩০। প্রদোষে প্রাকৃতজন’ – শওকত আলী।  
১৩১। শেষের কবিতা- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।  
১৩২। লৌহকপাট -জরাসন্ধ(চারুচন্দ্র চক্রবর্তী)  
১৩৩। অন্তর্লীনা- নারায়ণ সান্যাল।  
১৩৫। হাজার চুরাশির মা- মহাশ্বেতা দেবী  
১৩৬। যাও পাখি -শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়  
১৩৭।তবুও একদিন- সুমন্ত আসলাম।  
১৩৮। অন্তর্জলী যাত্রা- কমলকুমার মজুমদার  
১৩৯। ব্যোমকেশ সমগ্র- শরদিন্দু  
১৪০। অন্য দিন- হুমায়ূন আহমেদ  
১৪১। কালপুরুষ- সমরেশ মজুমদার  
১৪২। মেমসাহেব – নিমাই ভট্টাচার্য  
১৪৩। বিন্দুর ছেলে- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়  
১৪৪। নামগন্ধ – মলয় রায় চৌধুরী  
১৪৫। মতিচূর – বেগম রোকেয়া  
১৪৬। সুলতানার স্বপ্ন- বেগম রোকেয়া  
১৪৭। চাঁদের পাহাড়- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়  
১৪৮। অপুর সংসার- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৯। কারুবাসনা – জীবনানন্দ দাশ  
১৫০। বেনের মেয়ে- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী  
১৫১। আবদুল্লাহ – কাজী ইমদাদুল হক  
১৫২। সূবর্ণলতা- আশাপূর্ণা দেবী  
১৫৩। ঢোঁড়াই চরিত মানস- সতিনাথ ভাদুরী  
১৫৪। উপনিবেশ – নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়  
১৫৫। সাহেব বিবি গোলাম- বিমল মিত্র  
১৫৬। পদ্মার পলিদ্বীপ – আবু ইসহাক  
১৫৭। নারী- হুমায়ুন আজাদ  
১৫৮। বিত্ত বাসনা- শংকর  
১৫৯। সংশপ্তক- শহিদুল্লা কায়সার  
১৬০! জীবন আমার বোন- মাহমুদুল হক  
১৬১।ক্রাচের কর্নেল- শাহাদুজ্জামান  
১৬২।১৯৭১- হুমায়ূন আহমেদ  
১৬৩।দেয়াল- হুমায়ূন আহমেদ  
১৬৪।পরিনীতা- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়  
১৬৫।উত্তম পুরুষ-রশীদ করীম  
১৬৬।ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা- শিবরাম চক্রবর্তী  
১৬৭।শতকিয়া-সুবোধ ঘোষ  
১৬৮। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত- দেবেশ রায়  
১৬৯। নীল দংশন – সৈয়দ শামসুল হক  
১৭০। কুকুর সম্পর্কে দু একটি কথা যা আমি জানি- সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়  
১৭১। অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী- আহমদ ছফা  
১৭২। ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল – হুমায়ুন আজাদ  
১৭৩। শুভব্রত ও তার সম্পর্কিত সুসমাচার, রাজনীতিবিদগণ -হুমায়ুন আজাদ  
১৭৪। ১০,০০০, এবং আরো একটি ধর্ষণ – হুমায়ুন আজাদ  
১৭৫। নভেরা- হাসনাত আবদুল হাই  
১৭৬। দুচাকার দুনিয়া- বিমল মুখার্জী  
১৭৭। চাকা- সেলিম আল দীন  
১৭৮। হার্বাট- নবারুণ ভট্টাচার্য  
১৭৯। নীলকন্ঠ পাখির খোঁজে- অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়  
১৮০। ন হন্যতে – মৈত্রেয়ী দেবী।  
১৮১। কেরী সাহেবের মুন্সী- প্রমথনাথ বিশী  
১৮২। আগুনপাখি- হাসান আজিজুল হক  
১৮৩। পঞ্চম পুরুষ- বাণি বসু  
১৮৫। অলীক মানুষ- সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ  
১৮৬। আমি বীরাঙ্গনা বলছি- নীলিমা ইব্রাহিম  
১৮৭। পুত্র পিতাকে – চানক্য সেন  
১৮৮। দোজখনামা- রবি শংকর বল  
১৮৮। মাতাল হাওয়া- হুমায়ূন আহমেদ  
১৮৯।বিষাদবৃক্ষ – মিহিরসেন গুপ্ত  
১৯০। অলৌকিক নয়,লৌকিক – প্রবীর ঘোষ  
১৯১। সৃষ্টি রহস্য – আরজ আলী মাতুব্বর।  
১৯২। ফালি ফালি ক’রে কাটা চাঁদ – হুমায়ুন আজাদ  
১৯৩। নিমন্ত্রণ – তসলিমা নাসরিন  
১৯৪। বসুধারা- তিলোত্তমা মজুমদার  
১৯৫।উপকণ্ঠ – গজেন্দ্র কুমার মিত্র  
১৯৬। অসাধু সিন্ধার্থ- জগদীশ গুপ্ত  
১৯৭। কুহেলিকা- কাজী নজরুল ইসলাম  
১৯৮। সৃষ্টি ও বিজ্ঞান – পূরবী বসু  
১৯৯। ঈশ্বরের বাগান- অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়  
২০০। আয়না- আবুল মনসুর আহমদ  
২০১। ক্রান্তিকাল- প্রফুল্ল রায়  
২০২। কেয়া পাতার নৌকা- প্রফুল্ল রায়  
২০৩। গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে – মাহবুব আলম  
২০৪। একাত্তরের ডায়েরী- বেগম সুফিয়া কামাল  
২০৫। রাজাকারের মন (১ম ও ২য় খন্ড) – মুনতাসীর মামুন  
২০৬। ভিনকোয়েস্ট জেনারেল – মুনতাসীর মামুন  
২০৭। যাপিত জীবন – সেলিনা হোসেন  
২০৮।খেলারাম খেলে যা-সৈয়দ শামসুল হক  
২০৯। সোনালী হরিণ নেই- আশুতোষ মুখোপাধ্যায়  
২১০। চতুষ্পাঠী- স্বপ্নময় চক্রবর্তী।  
২১১। কালকূট – সতীনাথ ভাদুড়ী।  
২১২। অরণ্যের দিনরাত্রি – সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়  
২১৩। দেবী – হুমায়ূন আহমেদ  
২১৪। ন হন্যতে- মৈত্রেয়ী দেবী  
২১৫। ঢোঁড়াই চরিতমানস- সতীনাথ ভাদুড়ী